২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট-এর
ডিসেম্বর '০৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ও
আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মার্চ ২০১০

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট-এর
ডিসেম্বর '০৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ও
আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মার্চ ২০১০

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট-এর ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রীর বক্তব্য	১-১৫
পরিশিষ্ট-১	২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	১৯-২৮
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	১৯-২০
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	২১-২৩
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	২৪-২৫
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২৫-২৬
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	২৭-২৮
(চ)	মূল্যস্ফীতি	২৮
পরিশিষ্ট-২	২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	৩১-৪১
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	৩১-৩৩
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	৩৪-৩৬
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	৩৭-৩৮
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৩৮-৩৯
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	৪০-৪১
(চ)	মূল্যস্ফীতি	৪১

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট-এর ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত বক্তব্য

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। আজ আমি একটি যুগান্তকারী দায়িত্ব পালনে এই মহান সংসদে আমাদের বর্তমান অর্থবছরের বাজেট নিয়ে একটি বিবৃতি দিতে আপনার সানুগ্রহ অনুমতি চাইছি। নয় মাস আগে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনের সময় আমাদের অঙ্গীকার ছিল যে (১) বাজেটের গতিধারা সম্বন্ধে আমরা স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করবো এবং (২) বাজেট বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাস্তবসম্মত ও সংহত করার উদ্দেশ্যে অর্থবছরের মধ্যভাগে বাজেট বরাদ্দের পুনর্বিন্যাস ও সম্ভাব্য সংশোধন সম্বন্ধে একটি ধারণা সংসদে পেশ করবো। এই সুযোগটি আজকে গ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই গর্বিত ও আনন্দিত। আগামীকাল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। তার স্বপ্নের সোনার বাংলা তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের মহাজোট সরকারের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের একটি অধ্যায়ের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও ভবিষ্যত নিয়েই আজকে আমার বক্তব্য।

২। আমাদের এই মহান সংসদে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে "সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯" পাস করে। সেই আইনের ১৫(৪) ধারা অনুযায়ী অর্থমন্ত্রীকে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের গতিধারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে তার ফলাফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করার বিধান রয়েছে। এই আইনের ১২(১) ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনে অর্থমন্ত্রী মার্চ মাসে একটি সংশোধিত বাজেটও উপস্থাপন করতে পারেন।

৩। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত কোন সরকার বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন মহান সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করছে। এখানে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, এই প্রতিবেদনটিতে প্রথমে আমরা বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের গতিধারার ওপর আলোকপাত করেছি। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পর্যালোচনা ও ফলাফল এবং ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরে বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটে বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীতে আমাদের অবস্থান এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টি দিয়েছি।

৪। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, আমরা প্রথমে ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) তথ্যের উপর ভিত্তি করে যখন একটি প্রতিবেদন তৈরি করি তখন কোন সংসদ অধিবেশন ছিল না বলে তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিবেদনটি সংসদে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই সংসদ অধিবেশন যখন শুরু হলো তখন আমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তথ্যভিত্তিক আর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন শুরু করি। এই কারণে আমরা স্থির করি যে, দুইটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনই একসঙ্গে উপস্থাপন করবো। তাই আমি দুইটি প্রান্তিকের প্রতিবেদন একত্রে ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করছি। অবশ্যি দুইটি প্রান্তিকের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ স্বতন্ত্রভাবে এই বিবৃতির অংশ হিসেবেই পেশ করছি।

৫। ত্রৈমাসিক দুই প্রান্তিকের প্রতিবেদন উপস্থাপনের সুযোগ নিয়ে আমি বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যে বিষয়গুলোর পুনর্বিন্যাস হতে পারে তার একটি সার-সংক্ষেপ সংসদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। এবং একইসঙ্গে অর্থনীতির বৃহৎ খাতগুলোতে সর্বশেষ যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণও প্রদান করছি।

মাননীয় স্পীকার

৬। ২০০৯-১০ অর্থবছরের যে বাজেট আমি এই মহান সংসদে পেশ করি সে সম্বন্ধে বলেছিলাম যে, সেটি ছিল সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রথম সোপান। আমি আরো বলেছিলাম, বাজেট প্রস্তাবাবলী প্রণয়ন করা হয় তিনটি বিষয় বিবেচনা করে। যথাঃ দেশে মন্দা মোকাবেলার প্রস্তুতি, সম্পদ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা। একই সঙ্গে আমি এও বলেছিলাম যে, আমাদের বিবেচনায় রাখতে হয়েছে জনগণের বিশাল প্রত্যাশা। আমি নিশ্চিত করেছিলাম যে, আবেগ বা উচ্চাভিলাষ নিয়ে বাজেট প্রণয়ন হয়নি, হয়েছে বাস্তবতার নিরিখে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা নিয়ে।

- ❒ ছয় মাসের অগ্রগতির হিসাবটি মহান সংসদের সামনে এখন উপস্থাপন করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, আমরা আমাদের কথা রাখতে সক্ষম হয়েছি।

- ❒ আপনি জানেন যে, বাজেট পাস হওয়ার পর কিছু সময় চলে যায় বাজেটের কার্যক্রমগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/বিভাগ/সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে আত্মস্থ করতে এবং কার্যসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তুতিপর্বে। এজন্যে সবসময়ই দেখা যায় যে, প্রথম তিন মাসে আনুপাতিক হিসাবে বাজেট বাস্তবায়ন মোটামুটিভাবে কম হয়। এই তিন মাসে আমরা আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, বিশ্বমন্দার প্রভাব আমাদের ওপরে হয়ে ওঠে নেতিবাচক। আমাদের রপ্তানি আয় কমে যায় এবং আমদানি কম হয়। অবশ্যি রেমিট্যান্স প্রবাহ তার গতিশীলতা বজায় রাখে যদিও শ্রমশক্তি রপ্তানির হার অবনমিত হয়। এই তিন মাসের আয় ও ব্যয়ের গতিধারা ও তার বিশ্লেষণ পরিশিষ্ট-১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

- ❒ আমাদের পরবর্তী তিন মাসে আমরা দেখছি যে, বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব অনেকাংশে কমে গেছে। একই সঙ্গে আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিও গতিশীলতা পেয়েছে। আমাদের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা সম্বন্ধে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায়ই নানা সমস্যার কথা বলেছিলাম। তবে আশা প্রকাশ করেছিলাম যে, আমরা নতুন উদ্দীপনায় তা অতিক্রমের প্রচেষ্টা নেব। আমার মনে হয় আমি দাবি করতে পারি যে, আমাদের সেই আশাবাদ ফলপ্রসূ হয়েছে। মোটামুটিভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে আমাদের অগ্রগতি বাজেটের লক্ষ্য পূরণে যথাযথ হয়েছে একথা বলা যায়। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অবস্থান, অক্টোবর-ডিসেম্বরের আয়-ব্যয়ের গতিধারা ও তার বিশ্লেষণ পরিশিষ্ট-২ এ উপস্থাপন করেছি।

মাননীয় স্পীকার

৭। প্রথমেই আমরা দৃষ্টি ফেরাই ''বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহের'' দিকে। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৯,৪৬১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৬ শতাংশ)। যার মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ৬১,০০০ কোটি টাকা (রাজস্ব প্রাক্কলনের ৭৬.৮ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ২,৯৫৫ কোটি টাকা (রাজস্ব প্রাক্কলনের ৩.৭ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৫,৫০৬ কোটি টাকা (রাজস্ব প্রাক্কলনের ১৯.৫ শতাংশ)। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর কর রাজস্ব ১২,৪০৯ কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬৫৬ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় হয়েছে ৬,৪৩৩ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে প্রথম প্রান্তিকে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১৯,৪৯৮ কোটি টাকা যা মোট প্রাক্কলনের ২৪.৫ শতাংশ।

৮। অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এনবিআর কর রাজস্ব ১৪,০২৯ কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬২৩ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় হয়েছে ১,৪০৩ কোটি টাকা অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রান্তিকে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৬,০৫৫ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৩৫,৫৫৩ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের একই সময়ের আহরিত রাজস্ব অপেক্ষা ১৫.৭ শতাংশ বেশি।

৯। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এনবিআর কর রাজস্ব আদায় ৪৩.৩ শতাংশ। এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৪৩.৩ শতাংশ এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ৫০.৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে রাজস্ব আয় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৪৪.৭ শতাংশ। এনবিআর কর রাজস্ব এবং এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আদায় বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে কিছুটা কম হলেও আশা করছি অর্থবছর শেষে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

১০। এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাসের কারণে আমদানি শুল্ক কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি। তবে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক এবং আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। বিগত কয়েক বছরের এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, আমদানি নির্ভর খাত থেকে রাজস্ব আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আয় মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। তবে রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ করের হার এখনও ২৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে যা বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার

১১। আমরা এখন দৃষ্টি দেব ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,১৩,৮১৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৬ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৮৩,৩১৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩০,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬,৪১৯ কোটি টাকা (বাজেটের ১৪.৪ শতাংশ), যার মধ্যে

অনুন্নয়ন ব্যয় ১৩,২৯৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৬.০ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩,১২৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১০.২ শতাংশ)। দ্বিতীয় প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮,১৮৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ১২,৫০৬ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৫,৬৮২ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে ডিসেম্বর'০৯ পর্যন্ত দুই প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৪,৬০৭ কোটি টাকা যা বাজেটের ৩০.৪ শতাংশ।

১২। বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো-বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবছরের প্রথমার্ধের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ সময়ে মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৮,৮০৭ কোটি টাকা যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের ২৯ শতাংশ। অন্যদিকে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬,১৯৫ কোটি টাকা, যা ঐ অর্থবছরের বরাদ্দের ২৪ শতাংশ । এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ, কর্মনিষ্ঠা এবং দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। আপনি অবগত আছেন আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সিংহভাগই ব্যয়িত হয় ১০টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে এ অর্থবছরে মোট ৭৬ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর'০৯ পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়গুলো বরাদ্দের ৩১.১ শতাংশ ব্যয় করে। অবশিষ্ট ৩৯টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৪ শতাংশ অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২১.৮ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের তুলনায় বাকী মন্ত্রণালয়গুলোর এডিপি বাস্তবায়নের হার শ্লথ। বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তাদের অনুকূলে বরাদ্দের ৭৪.০ শতাংশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪০.৮ শতাংশ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩৯.৫ শতাংশ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৮.৭ শতাংশ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ৩৭.৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য এডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৪। আমরা এবার দৃষ্টি ফেরাবো ঘাটতি পরিস্থিতির দিকে। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৪,৩৫৮ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে ১৩,৮০৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ২০,৫৫৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.০ শতাংশ) সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম প্রান্তিকে উদ্বৃত্ত হয়েছে ৩,০৭৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় প্রান্তিকে বাজেট ঘাটতি হয়েছে ২,১৩৩ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে প্রথম দুই প্রান্তিকে বাজেট উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৯৪৬ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি হয়েছিল ৬,১২৯ কোটি টাকা।

১৫। এতক্ষণ আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের মোটামুটি ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের অগ্রগতির যে চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তা অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ের একটি দৃশ্য মাত্র। আশা করি এ মহান সংসদে পরবর্তী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে অগ্রগতির এ সামগ্রিক চিত্রটি উজ্জ্বলতর হবে।

মাননীয় স্পীকার

১৬। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ও বাৎসরিক বাজেট বক্তৃতায় এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে দেশ পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে। সে লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের শুরু থেকেই আমরা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।

১৭। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো (১) অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা দূর করা, বিশেষ করে জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে দ্রুত উন্নয়ন (২) রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে সরকারী ব্যয়ের হিস্যা জিডিপি'র ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ (৩) ব্যাপকভাবে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিমালিকানা খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি (৪) আহরিত বৈদেশিক সহায়তার আশু ব্যবহার এবং সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন।

১৮। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বমন্দার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জন এবং সে প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক উদ্যোগ ও প্রণোদনা প্যাকেজের মত নানাবিধ সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Resilience of Bangladesh Economy) এবং নীতি নির্ধারণে বর্তমান সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কার্যকরভাবে বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে আন্তর্জাতিক মহলে আস্থা অর্জন করেছে। মন্দাকালীন সময়ে মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের চেয়েও বাংলাদেশ বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

১৯। আপনারা জানেন বাজেট বক্তৃতায় আমরা যেসব খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম তার মধ্যে একটি হল মন্দা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে আর্থিক ও নীতি সহায়তার আকারে ৩,৪২৪ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় দেশের রপ্তানি খাতের উন্নয়নে নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজে ঘোষিত আর্থিক ও নীতি সহায়তার পাশাপাশি ২৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ঘোষিত ২য় প্যাকেজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প খাতে নানাবিধ সহায়তাসহ জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ক্রাস্ট লেদার শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

২০। মন্দার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজারে ধ্বস নামলেও বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিদেশি বিনিয়োগের স্বল্প (প্রায় ২.৫ শতাংশ) সংশ্লিষ্টতা (low integration) থাকায় কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। বরং উক্ত সময়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তেজিভাব লক্ষ্য করা গেছে। গত এক বছরে পুঁজিবাজারে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন জিডিপি'র ১৯.৩ শতাংশ থেকে ৩০.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং বিও (Benificiery Owners) একাউন্টের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫ লক্ষ। সাধারণ মূল্যসূচক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২১। কৃষিখাতে টেকসই উন্নয়ন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় শক্তিশালীকরণ এবং বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৬.০ শতাংশ। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে (ক) বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন, (খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধিকতর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, (গ) সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যবধান কমিয়ে এনে এবং (ঘ) কৃষি খাতে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছি।

২২। এখন আমি কথা বলবো মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখছি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৮ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে জুন'০৯ এ দাঁড়ায় ২.৩ শতাংশে। ফলে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৬.৭ শতাংশ, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৯.৯ শতাংশ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা, রেমিট্যান্স প্রবাহ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রভাব ইত্যাদি কারণে মূল্যস্ফীতির কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'০৯-এ ৮.৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখাসহ কতিপয় ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে ।

২৩। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৭,২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.২ শতাংশ কম হলেও তৈরি পোশাক খাতে নতুন রপ্তানি আদেশ পাওয়া যাচ্ছে। আশা করা যায়, অর্থবছর শেষে রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নতি হবে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি সহায়তা বাবদ নগদ সহায়তা/ভর্তুকি খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৩০০ কোটি টাকা বেশি এবং এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৯০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে।

২৪। আমদানি ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) মোট ব্যয় হয়েছে ১১,১৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ৫.৫ শতাংশ কম। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য পতনের ফলে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি বিগত কয়েক বছরের তুলনায় কম হয়েছে। তবে আশার কথা হল, এ সময়ে ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭.৪ শতাংশ – যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক।

মাননীয় স্পীকার

২৫। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে বিদেশে কর্মরত আমাদের শ্রমশক্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব সত্ত্বেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার জনশক্তি বিদেশে গেছে। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে প্রায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার শ্রমশক্তি বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এ ছয় মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে ৫,৫৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের রেমিট্যান্স প্রবাহের (৪,৫০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় ২২.৯ শতাংশ বেশি। তবে বাংলাদেশের পেশাজীবী এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার কম। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান ও সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে নানা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

২৬। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,৩৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে দেশের প্রায় ৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। উল্লেখ্য, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮-এ রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৫,৭৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার – যা ৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান।

২৭। এবার দৃষ্টি দেব মুদ্রা ব্যবস্থাপনার দিকে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে আমরা প্রবৃদ্ধিসহায়ক মুদ্রা নীতি অনুসরণ করছি। ২০০৯-১০ অর্থবছরের ডিসেম্বর শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ২০.৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে (জুন'০৯ শেষে) এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.২ শতাংশ। এসময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.০ শতাংশ। যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বেড়েছে ১৯.২ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বেড়েছিল ১৪.৬ শতাংশ। এ সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় (-৬.৭ শতাংশ) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, দেশ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

২৮। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১১,৫১২ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২,১৩৩ কোটি টাকা (২২.৭ শতাংশ) বেশি। ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত মোট ৫,৫৯৮ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের (৪,২২৮ কোটি টাকা) চেয়ে ৩২.৪ শতাংশ বেশি। প্রকৃত ঋণ গ্রহীতাদের নিকট কৃষি ঋণকে আরো সহজলভ্য করার জন্য নীতিমালা শিথিল করে আমরা কৃষকদের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি তথা কৃষকের হাতকে শক্তিশালী করতে চাই। কৃষির পাশাপাশি শিল্পকেও আমরা সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি (-০.৯ শতাংশ) হলেও চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১.১ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

২৯। আপনি জানেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং সিডর ও আইলার মত দুটো ভয়াবহ উপর্যুপুরি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা বলেছিলাম, ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট হবে সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রথম সোপান। দেশে মন্দা মোকাবেলার প্রস্তুতি নিশ্চিত করে, সম্পদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে আমরা আমাদের অঙ্গীকার তথা দিনবদলের সনদের পক্ষে কাজ করে উন্নত ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বির্নিমাণের নবযাত্রা শুরু করবো। সে লক্ষ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বিগত মাসগুলোতে আমরা আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতার কোন ত্রুটি রাখিনি। ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। তারই ধারাবাহিকতায় সংশোধিত/সম্পূরক বাজেটে আমরা যে সম্ভাব্য পুর্নবিন্যাস বিবেচনায় নিয়েছি সে বিষয়ে এখন কিছুটা আলোকপাত করছি।

৩০। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সন্তোষজনক রয়েছে। এ কারণে বাজেটের প্রাক্কলিত এনবিআর কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া, এনবিআর বহির্ভূত কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কিছুটা (২৩ কোটি টাকা) বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হতে পারে।

৩১। এ প্রসঙ্গে মহান সংসদের অবগতির জন্য জানাতে চাই রাজস্ব আয়কে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও কর নেট বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কর বিষয়ক প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা এবং করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে জরীপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর প্রদানের ক্ষেত্রে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি প্রবর্তনসহ টিআইএন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সফটওয়ার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। এছাড়া, করনীতি প্রণয়ন, ভ্যাট ও আয়কর আইন এবং কর প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হচ্ছে। কর ও শুল্ক হতে অব্যাহতির (Tax Exemption) তালিকা ছোট করার চিন্তা-ভাবনা আমরা করছি। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে একটি বিষয়-নির্দিষ্ট বেঞ্চ (Dedicated Bench) স্থাপনসহ অন্যান্য উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ইতোমধ্যে আমরা বিবেচনায় নিয়েছি। আশা করছি এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম আরো বেগবান হবে।

মাননীয় স্পীকার

৩২। আমরা এখন দৃষ্টি দেব সংশোধিত বাজেটে সম্ভাব্য কি পরিবর্তন আসতে পারে সে দিকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,১৩,৮১৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৬ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ ১১,০৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ১৮ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ ১৪,৩৭১ কোটি টাকা হ্রাস পেতে পারে। সার্বিকভাবে ৩,২৯৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বরাদ্দ ১,১০,৫২৩ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে আমরা ধারণা করছি। এর মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেটের ব্যয় ৮৩,৩১৯ কোটি টাকার স্থলে ৮২,০২৪ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ ৩০,৫০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২৮,৫০০ কোটি টাকার সম্ভাব্য প্রাক্কলন করা হতে পারে।

৩৩। এবার আমি কথা বলব সংশোধিত বাজেটে সম্ভাব্য যে সকল মন্ত্রণালয়েয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে সেবিষয়ে। সংশোধিত বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ মন্ত্রণালয়সমূহ হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১,৫৫০ কোটি টাকা), কৃষি মন্ত্রণালয় (৭৫৬ কোটি টাকা), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (৬৩৫ কোটি টাকা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (৪১০ কোটি টাকা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৩৪৬ কোটি টাকা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৩২৯ কোটি টাকা) এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (৩১১ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেতে পারে সেগুলো হচ্ছে – অর্থ বিভাগ (৩,৯২৪ কোটি টাকা), বিদ্যুৎ বিভাগ (১০৫৯ কোটি টাকা), সেতু বিভাগ (৩০২ কোটি টাকা), পরিকল্পনা বিভাগ (২২৪ কোটি টাকা), নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় (২১৮ কোটি টাকা) এবং বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (২১৬ কোটি টাকা)।

৩৪। মন্ত্রণালয়সমূহের বরাদ্দ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ সংক্ষেপে এখন আমি উল্লেখ করছি। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়ন, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন-ভাতা, এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতও সংস্কার ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, উন্নয়ন খাতে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্পসহ মোট ২৩ টি উন্নয়ন প্রকল্প নতুন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সার, বীজ ও কৃষি উপকরণ, কৃষকের নিকট আরো সহজলভ্য করার নিমিত্তে এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ডিজেল ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাবদ অতিরিক্ত ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার চিন্তা আমরা করছি। ক্ষুদ্রসেচ এবং খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

৩৫। এছাড়া জাতিসংঘ মিশনে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের রেশন বৃদ্ধির কারণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মোরামত এবং ড্রেজিং, শহর রক্ষা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ১২ টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের রেশন বৃদ্ধি, বেসামরিক ও প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরের ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা প্রবর্তনের জন্য সংশোধিত বাজেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। গবেষণা ও উৎকলন সক্ষমতা (Exploration Capability) বৃদ্ধি, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পসহ ৬টি নতুন প্রকল্প চলতি অর্থবছরে নতুন যোগ হওয়ায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ইকোট্যুরিজমের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ইকোপার্ক স্থাপন সংক্রান্ত ৪টি নতুন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছি।

মাননীয় স্পীকার

৩৬। এবার দৃষ্টি ফেরাই সংশোধিত বাজেটে যে কয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেতে পারে সেদিকে। অর্থ বিভাগের অনুকূলে থোক বরাদ্দ হতে বেতন ও নতুন কর্মসূচির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার বিপরীতে অর্থ ছাড় করার কারণে অর্থবিভাগের বরাদ্দ হ্রাস পাবে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ১,২১৬ কোটি টাকা হ্রাস পাবে। এছাড়া বিদ্যুৎসহ অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিছু উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও এ অর্থবছরে দরপত্র ও অন্যন্য কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ মন্ত্রণালয়গুলোর বরাদ্দ হ্রাস পাবে। তবে আগামী অর্থবছরে চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ যোগান দেয়া হবে।

৩৭। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ৩,১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ইতোমধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০৯ হতে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ কার্যকর করা হয়েছে। যার ফলে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন ভাতা, বেসকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ভাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের পেনশন বাবদ অর্থ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে পুনঃবরাদ্দ করা হচ্ছে।

৩৮। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির অনুকূলে মোট ১,৪২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ কমে ১,২১৮ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২০০০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে, যারমধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৪৫৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৫৪৫ কোটি টাকা। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মূলত প্রকল্প সাহায্য হ্রাসের কারণেই সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে।

৩৯। অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মূল এডিপি'র তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে ৩৬১ কোটি টাকা, তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ৩২৭ কোটি টাকা, পানি সম্পদ খাতে ২৯৮ কোটি টাকা, শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ২৪৮ কোটি টাকা এবং কৃষি খাতে ১০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেতে পারে। পক্ষান্তরে, বিদ্যুৎ খাতে ৯৩৮ কোটি টাকা, পরিবহণ খাতে ৭৯৩ কোটি টাকা (যার মধ্যে সড়ক পরিবহণ উপ-খাতে বরাদ্দ বাড়বে ২৩৬ কোটি টাকা এবং রেল, নৌ ও বেসামরিক বিমান পরিবহণ উপ-খাতে বরাদ্দ হ্রাস পাবে ১০২৯ কোটি টাকা), ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ খাতে ৬৩৬ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ২৫৩ কোটি টাকা হ্রাস পেতে পারে।

মাননীয় স্পীকার

৪০। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতভাগ বাস্তবায়নে যথেষ্ট যত্নবান। সেলক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতেই উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের জন্য তৎপর রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সভাপতিত্বে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রতিটি সভায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৯ সময়ে অনুষ্ঠিত ১৮টি একনেক সভায় মোট ৯২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

৪১। এবারে দৃষ্টি ফেরাই সংশোধিত বাজেট ঘাটতির দিকে। মূল বাজেটে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৩৪,৩৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি কমে দাঁড়াবে ৩১,০৩৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ)। এর মধ্যে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন করা হতে পারে ১৩,৭১৪ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হতে পারে ১৭,৩২৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে ব্যাংকিং উৎস হতে ৮,৬৬১ কোটি টাকা এবং ব্যাংক বর্হিভূত উৎস থেকে ৮,৬৬৪ কোটি টাকা। জাতীয় সঞ্চয়পত্রসমূহ থেকে সরকারের প্রাপ্তি বেশি হওয়ার কারণে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ঘাটতি অর্থায়ন মূল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ মূল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ইতোমধ্যেই হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৪২। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যকে উপজীব্য করে আমরা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় সমৃদ্ধির পথে আমাদের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার অংশ হিসেবে কৃষি উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ, বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে সর্বশক্তি নিয়োগ, কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করণে আমরা জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সে লক্ষ্যে এখন আমি দৃষ্টি দেব ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোতে সর্বশেষ যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ওপরে। এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি।

(ক) কৃষি খাতকে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করে ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাকে বর্তমান সরকার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। গতবারের বাম্পার গম ও বোরো উৎপাদনের পর এ বছর আমন চাষকালে আমরা বিভিন্ন এলাকায় খরার শিকার হই। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে তার নেতিবাচক প্রভাব অতিক্রম করে আমনের ফসল আশানুরূপ রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। গম ও বোরো ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ বর্তমানে সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া নানা উদ্ভাবনীমূলক উপায়ে কৃষিঋণ ও ভর্তুকি চাষীর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি। সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা সংরক্ষণে সরকারের নানা পদক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসংস্থান কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলার পদক্ষেপগুলো পরিকল্পিতভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্যাস উত্তোলনে সাত বছরের দুর্বলতা এবং গ্যাস কূপ উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কাজে ৫ বছরের ব্যর্থতার ফলে গ্যাস সরবরাহে সংকট মোকাবেলা করতে সময়ের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে এই মহান সংসদকে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায়ই শঙ্কার কথা জানিয়েছিলাম। আশার কথা এই যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫৫.৮৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে এবং দৈনিক ১৯০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের জন্য ৯৫০০ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন– যা উন্নয়ন সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(গ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বর্তমান সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ওপর মাওয়া-জাজিরা স্থানে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, সেতু নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় ২.৪ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে ২০১৩ সালে নির্মাণ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(ঘ)) এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় ব্যক্তি খাতকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে আমরা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপি খাতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিলাম। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল পিপিপি বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যা অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনী শক্তি, স্বাধীন কর্মপদ্ধতি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করবে। তবে আমি বলব, সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব প্রকল্পে আমাদের পরিকল্পনা মাফিক কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তবে আমি আশাবাদি এবং এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, কোন ভাল উদ্যোগই পৃথিবীতে একবারে সফলতার মুখ দেখেনি। আমি এও বিশ্বাস করি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বই পারে অতিদ্রুত বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে। সুতরাং পিপিপি ব্যবস্থাপনাটি পাকাপাকি করার সকল প্রচেষ্টা সরকার চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। সংশোধিত বাজেটেও আমরা এখাতে ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার চিন্তা করছি।

(ঙ) শিক্ষাখাতে এই সরকারের নতুন উদ্যোগ সবগুলোই উত্তম ফলাফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বহু বছর পরে এমপিওভুক্তির জটিলতারও সমাধান হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে ২৪টি লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত ‘জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০০৯’-এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

(চ) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত ৯,৫২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম চালু করেছে। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করার অভিপ্রায়ে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ইতঃপূর্বে প্রবর্তিত ভাউচার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এছাড়া, এ্যাডহক ভিত্তিতে ৪,১৩৩ জন ডাক্তার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। তবে স্বাস্থ্যখাতে জনবলের অভাব এক ক্ষতিকর প্রতিবন্ধক এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার উপায় খোঁজা হচ্ছে।

(ছ) আমাদের বাজেটে ঘোষিত অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার হল ন্যাশনাল সার্ভিস কার্যক্রমের আওতায় দেশে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী করে তোলা। ইতোমধ্যে আমরা বরগুনা ও কুড়িগ্রাম এ দুটো জেলাকে পরিকল্পিত কার্যক্রমের আওতায় এনে নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী মোট বেকারের সংখ্যা এবং বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার আওতায় কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব তা নিরূপণের লক্ষ্য জরিপ কার্যক্রম শুরু করেছি। এ দুটি জেলায় প্রশিক্ষণ ভ্যেনুর তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ মডিউল এবং কারিকুলাম চূড়ান্তকরণের কাজও চলছে। গত ৬ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রাম জেলার বেকারদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। এ পর্যন্ত জেলায় ৯,৯৫০ জন বেকারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই, আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে যেমন অবারিত করতে চাই তেমনি বেকার যুবকদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অর্জন করতে চাই।

(জ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রকাশ করে জাতিকে যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন, জাতি আজ তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণে ব্রতী হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে দেশের পার্বত্য জেলাগুলোসহ সকল উপজেলাকে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসাসহ ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে এক দেশ এক রেট ব্যবস্থা প্রবর্তন, দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের জন্য ২টি WiMAX লাইসেন্স প্রদান, ৪৪০৯ ইউনিয়ন পরিষদ ভবনকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতার মধ্যে আনার এবং অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশে এক কোটি ল্যান্ডফোন সংযোগ প্রদানসহ দেশের ৮,০০০ গ্রামীণ ডাকঘরকে পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টারে রূপান্তরের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০০৯ সনের ০১ জানুয়ারি থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে যানবাহন কর আদায়ের জন্য ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ৯১টি যানবাহন কর আদায়কারী ডাকঘরের মধ্যে ৬০টি ডাকঘরে কম্পিউটারভিত্তিক লেনদেন চালু করা হয়েছে।

(ঝ) আমাদের দেশে এমন লোক খুবই কম যিনি ভূমি ও ভূমি থেকে উদ্ভূত মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত জটিলতার মুখোমুখি হননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা আমাদের মত এত জটিল নয়। আমরা তাই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে রাজধানী ঢাকা থেকে কার্যক্রম শুরু করেছি। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা মহানগর জরিপ নকশা ও খতিয়ান ডিজিটাইজেশন, বিভিন্ন মৌজার ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ শেষে ডিজিটাল ম্যাপ মুদ্রণের প্রক্রিয়া চলমান আছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সীমানার স্ট্রীপ ম্যাপ ডিজিটাইজেশন, সেটেলমেন্ট প্রেসের আধুনিকায়ন, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের আধুনিকায়নসহ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসগুলোতে কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। মোট কথা আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এ দেশে একটি ডিজিটাইজেশন ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যার মধ্য দিয়ে আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ দিনের চলমান অচলায়তন ভেঙ্গে তার আধুনিকায়ন করতে পারি।

(ঞ) আপনি জানেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার আমাদের সরকারের অন্যতম এজেন্ডা। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি) ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস)কে একীভূত করে Vendors Agreement স্বাক্ষরের মাধ্যমে এর সমুদয় Undertaking সমন্বয় করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) নামে নতুন প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছি। তাছাড়া বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজশর্তে ঋণ প্রদানসহ সহজ ও স্বল্পব্যয়ে রেমিট্যান্স সংগ্রহ এবং বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লিমিটেড নামে একটি ব্যাংকিং কোম্পানী স্থাপনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুমোদনের পর একটি আইনের খসড়া আমরা প্রণয়ন করেছি। অতি সত্বর প্রবাসী নাগরিকদের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ তাদের উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আশা করি, অচিরেই আমরা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে ফেলতে পারব। পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাংকিং খাতের আমানতের ও ঋণের ওপর সুদের হার হ্রাস ছাড়াও বাংলাদেশে ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম শুরু করার পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি।

(ট) আপনি অবগত আছেন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা নিয়ে সম্প্রতি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনসহ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য একটি অভিযোজন তহবিল গঠনে বিশ্ব নেতাদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সে কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলা ও দুর্যোগ প্রশমনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা অর্জনের কথা বিবেচনায় নিয়ে আমরা বাজেটে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি। এই তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ২৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০০৯' মন্ত্রিপরিষদের নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। আশা করা যায়, আমাদের দেশের সাহসী জনগণের মনোবল আর উদ্যোগের সাথে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মিলিত প্রয়াস যুক্ত হলে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সামর্থ্য অর্জন করতে পারবো।

(ঠ) মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার হার ৯০০ টাকা হতে ১,৫০০ টাকা বৃদ্ধি এবং মুক্তিযোদ্ধা উপকারভোগীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জেলাভিত্তিক ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি চাকুরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বয়সসীমা ২ বছর বাড়ানো হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত, অসচ্ছল ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রদেয় বিভিন্ন ভাতাদির হার বৃদ্ধি এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন ভাতা প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিদেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজও প্রক্রিয়াধীন আছে।

(ড) বহু প্রত্যাশিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংসদে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এখাতে বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অচিরেই ১৯৭৩ সালের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) এ্যাক্ট-এর আওতায় দেশবাসীর সমর্থন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

৪৩। এতক্ষণ আমি অর্থনীতির খাতভিত্তিক সফলতার যে চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরেছি তা থেকে আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতির যে চিত্রটি উজ্জ্বলতর হয়েছে তা হলো- আমাদের রাজস্ব আয় পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ খাতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, বিশেষ করে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগে গতিশীলতা এসেছে। যা অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি জনসাধারণের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে। অন্যদিকে কৃষি ও গ্রামীণ সেবা খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রতিটি স্তরে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য ও গতিশীলতা- যা গ্রামীণ অর্থনীতির ভিতকে করেছে সুদৃঢ়। এ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি আমরা আমাদের পূর্ব ঘোষিত ৬.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবো ইনশা-আল্লাহ।

৪৪। বিশাল জনসমর্থনপুষ্ট বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট জনগণের প্রত্যাশাও বিশাল। আমাদের সরকারের প্রথম বছরের কর্মকাণ্ডের গণমূল্যায়নে আমরা দেখেছি যে, জনগণের প্রত্যাশা ধরে রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি এবং তাতে আমরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাই জনগণের যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত। তারই ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে আমাদের মহাজোট সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐকান্তিক ইচ্ছা আর কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রত্যেকটি সংসদীয় কমিটিকে শক্তিশালী করা সে ইচ্ছারই একটি বহিঃপ্রকাশ। আমি মনে করি, সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নজির আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। এর সফলতা বা ব্যর্থতার মূল্যায়ন জনগণ করবে। তবে আমি আপনার মাধ্যমে সকলকে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে বিপুল সম্পদের চাহিদার বিপরীতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সৃষ্ট সঙ্কট অনুধাবনের অনুরোধ করে বলতে চাই, ইনশাআল্লাহ আমরা সফলকাম হব।

৪৫। পরিশেষে আমি বলতে চাই, আমরা আজ এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে প্রতিনিয়ত দ্রুত ঘটছে পালা বদল। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ ভেঙে দিচ্ছে প্রথাগত ধ্যান-ধারণার অচলায়তন। এই পরিবর্তনকে আমরা স্বাগত জানাই। এ কারণেই বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় দিনবদলের অঙ্গীকারকে মূল উদ্দীপনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশ্বজুড়ে আজ পরিবর্তনের যে ধারা সতত বহমান আমরা তার সাথে শামিল হয়ে এই দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পথে এগুতে চাই। এই পথ বন্ধুর, তবে গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। কারণ, আমাদের সাথে রয়েছে একদিকে লক্ষ্য অর্জনে অবিচল জনসাধারণ আর অন্যদিকে তাতে গতি দিতে আমাদের জনপ্রিয়, উদ্ভাবনশীল ও সুদক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক দৈব-দুর্বিপাকে যারা অকুতোভয়, ঘুরে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক স্পৃহায় যারা বলীয়ান, আপন কর্মকাণ্ডে যারা প্রত্যয়ী আর সৃজনশীল এই জনসাধারণই আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস আর গণতন্ত্রের ভিত্তি। জনগণ ইতোমধ্যেই সুবিদিত যে, এই সরকার প্রতিটি কাজে জনগণের ব্যাপক অংশিদারিত্বে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। তাই উপসংহারে আমি বলবো যে, আমাদের গভীর নিবেদন এবং কঠোর পরিশ্রম এবং জনগণের সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতার জোরে জাতির সাফল্য সম্ভব হবেই হবে।

খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্ট-১

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের
প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আয় ও ব্যয়ের
গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

পরিশিষ্ট-১

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১. রাজস্ব আয়

সারণি ১: রাজস্ব আয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয়		২০০৯-১০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	
১	১	২	৩	৪
মোট রাজস্ব	**৭৯৪৬১**	**১৮০০৭**	**১৯৪৯৮ (৮.৩)**	**২৪.৫**
কর রাজস্ব	৬৩৯৫৫	১২০৬৪	১৩০৬৫ (৮.৩)	২০.৪
এনবিআর	৬১০০০	১১৩৭০	১২৪০৯ (৯.১)	২০.৩
এনবিআর বহির্ভূত	২৯৫৫	৬৯৪	৬৫৬ (-৫.৫)	২২.২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৫৫০৬	৫৯৪৩	৬৪৩৩ (৮.২)	৪১.৫

উৎস: এনবিআর ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ৮.৩ শতাংশ এবং অর্জন বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ২৪.৫ শতাংশ
- এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রার অনুপাতে কিছুটা কম হলেও বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে
- সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে জমি রেজিষ্ট্রেশনের হার পরিবর্তনের পূর্ব ঘোষণার কারণে জমি রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম কমে যাওয়ায় এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আদায় হ্রাস পেয়েছে
- বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) এর পূর্ববর্তী অর্থবছরের উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ চলতি অর্থবছরে জমা হওয়ায় প্রথম প্রান্তিকেই কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রার ৪১.৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে

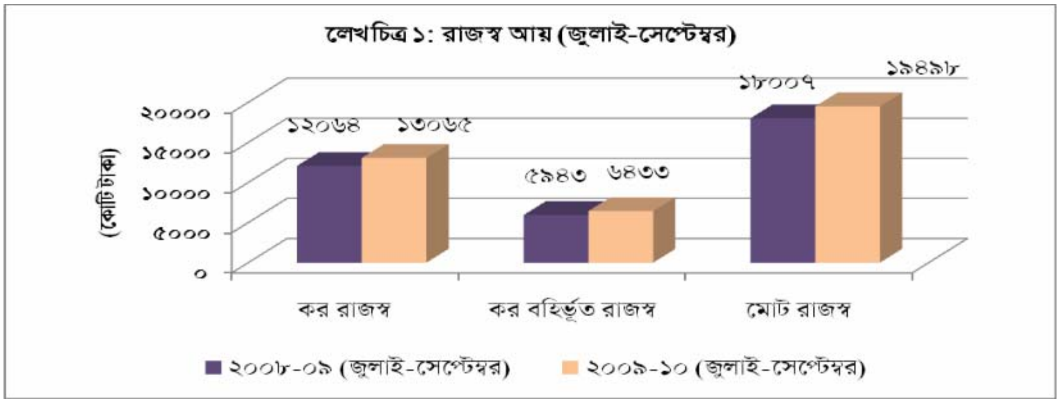

ক.২. এনবিআর কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত আদায়)		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)	
	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
১	২	৩	৪	৫
আমদানি শুল্ক	২৩৩৫.৪	২২৮২.৯	১৭.০	-২.২
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	২৩৩৬.৭	২১৩৪.৪	৩৭.৯	-৮.৭
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	২৩৬৫.০	২৭৬২.৫	২৭.৮	১৪.৩
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৫৭০.৫	৬৮৬.২	৪০.০	২০.৩
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৪৭৯.০	১৬৮৮.৯	৮.৩	১২.৮
আয়কর	২১৮৬.২	২৭৫২.৮	১২.২	২৫.৩
অন্যান্য কর	৯৬.৬	১০০.৯	-৩০.৩	৪.২
মোট	**১১৩৬৯.৫**	**১২৪০৮.৪**	**২০.৯**	**৯.১**

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

- গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২১ শতাংশ হলেও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পরবর্তী প্রান্তিকসমূহে তা হ্রাস পায় এবং অর্থবছর শেষে সার্বিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৭ শতাংশ
- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাসের কারণে আমদানি শুল্ক ও আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক
- স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক এবং আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি মোটামুটি সন্তোষজনক

লেখচিত্র ২: ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে খাত ভিত্তিক এনবিআর কর রাজস্ব আয়

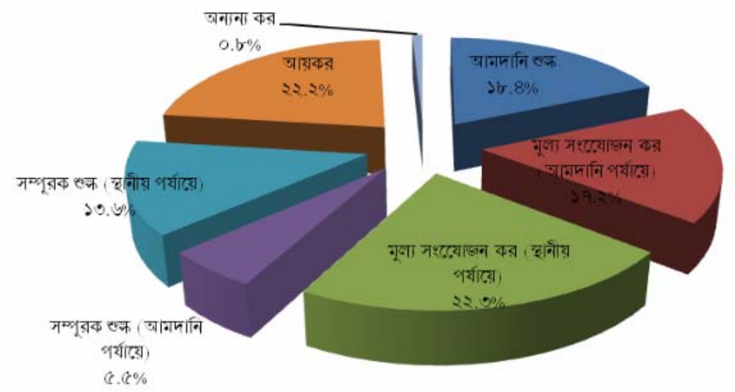

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১. সরকারি ব্যয়

সারণি ৩: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

ব্যয়ের খাত	২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যয় (কোটি টাকা)		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে মূল বাজেটের তুলনায় ব্যয় (%)	
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
১	২	৩	৪	৫	৬
অনুন্নয়ন ব্যয়	৮৩৩১৯ (১২.১)	১৬০২৮	১৩২৯৪	২১.৬	১৬.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৩০৫০০ (৪.৫)	২৩৮৮	৩১২৫	৯.৩	১০.২
মোট	১১৩৮১৯ (১৬.৬)	১৮৪১৬	১৬৪১৯	১৮.৪	১৪.৪

উৎস: আইএমইডি ও অর্থবিভাগ

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জ্বালানি তেলের জন্য বিপিসিকে ১৫০০ কোটি টাকা এবং সারের জন্য কৃষি ভর্তুকি বাবদ ১২০০ কোটি টাকা ছাড় করতে হয়েছিল। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে একই সময়কালে এ জাতীয় ব্যয়ের প্রয়োজন না দেখা দেয়ায় ব্যয় কম হয়েছে
- গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে

লেখচিত্র ৩: সরকারি ব্যয় (জুলাই-সেপ্টেম্বর)

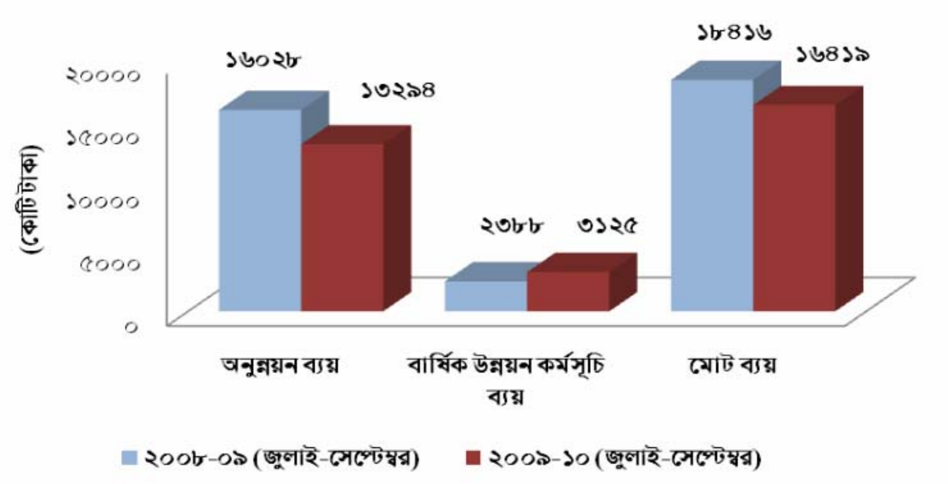

খ.২.   ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৪: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০ বাজেট	বাজেটের অংশ (%)	২০০৯-১০ জুলাই-সেপ্টেম্বর	
			ব্যয়	বরাদ্দের অংশ (%)
১	২	৩	৪	৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬১১	৫.৮	১৪৬৬	২২.২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৩৯৫	৬.৫	১৯৪৫	২৬.৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৯৮০	৬.১	৯৯৯	১৪.৩
কৃষি মন্ত্রণালয়	৫৯৬৫	৫.২	৫৩৫	৯.০
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪৮৩	১.৩	২৮	১.৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৭৯৩২	৭.০	১২০৫	১৫.২
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১২৪৮	১.১	৮৯	৭.১
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৭৩২	০.৬	১৩৪	১৮.৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩৫৭৮	৩.১	৩৫৩	৯.৯
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৫২৯৭	৪.৭	৫৪৯	১০.৪
মোটঃ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়	**৪৭২২১**	**৪১.৫**	**৭৩০৩**	**১৫.৫**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৪৮৫০১	৪২.৬	৫২১২	১০.৭
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**৯৫৭২২**	**৮৪.১**	**১২৫১৩**	**১৩.১**
অন্যান্য ব্যয়	১৮০৯৭	১৫.৯	৩৯০৬	২১.৬
সর্বমোট ব্যয়	**১১৩৮১৯**	**১০০.০**	**১৬৪১৯**	**১৪.৪**

উৎস: অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি

নোট: কর্মসূচি ব্যয় = (মোট ব্যয়) - (সুদ পরিশোধ + কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় + নীট খাদ্য হিসাব + নীট ঋণ ও অগ্রিম)

- ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে-
  - ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৪১.৫ শতাংশ
  - অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৪২.৬ শতাংশ
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের কর্মসূচি ব্যয় মোট বাজেটের ৮৪.১ শতাংশ
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় বাজেটের ১৪.৪ শতাংশ
  - ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ১৫.৫ শতাংশ
  - অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় ১০.৭ শতাংশ

খ.৩. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০: বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	এডিপি'র অংশ (%)	২০০৯-১০: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	
			ব্যয়	ব্যয়ের হার (%)
১	২	৩	৪	৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৫১৩.৮ (১২৬)	২১.৪	৯৯৪.৯	১৫.৩
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৩৬৯৯.৩ (১২৫)	১২.১	২৭২.২	৭.৪
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩১৩৩.২ (৪২)	১০.৩	৩৫১.৮	১১.২
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০৬৩.৮ (১৮)	১০.০	২১৯.৭	৭.২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৮২৮.৪ (৯)	৯.৩	৪৭৬.৭	১৬.৯
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৪৭.৫ (৫৩)	৩.১	১৫০.৯	১৫.৯
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৯২.০ (৪৮)	২.৯	২৩.৬	২.৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬০.৭ (৪৯)	২.৮	১৫৩.৯	১৭.৯
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৬৮৩.৯ (২৭)	২.২	১২৭.৩	১৮.৬
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৪৪.৬ (১৪)	১.৮	৮.০	১.৫
মোট	**২৩১৬৭.৩ (৫১১)**	**৭৬.০**	**২৭৭৯.০**	**১২.০**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৩৩২.৭ (৩৭৫)	২৪.০	৩৪৬.০	৪.৭
মোট	**৩০৫০০.০ (৮৮৬)**	**১০০.০**	**৩১২৫.০**	**১০.২**

উৎস:আইএমইডি

- ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৬ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে
- প্রথম প্রান্তিকে এ ১০ টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ১২ শতাংশ
- অবশিষ্ট ৩৯টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৪ শতাংশ অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪.৭ শতাংশ

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৬: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট (% জিডিপি)	জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বাজেট ভারসাম্য	
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০
১	২	৩	৪
বাজেট ভারসাম্য	**-৩৪৩৫৮ (-৫.০)**	**-৪০৯**	**৩০৭৯**
অর্থায়ন	৩৪৩৫৮	৪০৯	-৩০৭৯
বৈদেশিক (নীট)	১৩৮০৩ (২.০)	২১৯	-১৭০
অভ্যন্তরীণ (নীট)	২০৫৫৫ (৩.০)	১৯০	-২৯০৯
ব্যাংক	১৬৭৫৫ (২.৪)	-৫৩৭	-৫৬২২
ব্যাংক বহির্ভূত	৩৮০০ (০.৬)	৭২৭	২৭১৩

উৎস: অর্থ বিভাগ

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি হওয়ায় রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে
- প্রথম প্রান্তিকে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে অর্থায়ন গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৭: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০০৯-১০	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রাপ্তি	
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০
১	২	৩	৪
মোট	১৩৮০৩	২১৯	-১৭০
প্রকল্প সাহায্য	১২৮৪৫	৭৯৩	৭৬৭
বাজেট সাপোর্ট	৩৫০০	৩৪৫	০
অন্যান্য	২০০০	০	০
ঋণ পরিশোধ	-৪৫৪২	-৯১৯	-৯৩৭

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ

- গত অর্থবছরে প্রথম প্রান্তিকে বাজেট সাপোর্ট (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও খাদ্য সহায়তা) বাবদ ৩৪৫ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। ফলে বৈদেশিক সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ চলতি অর্থবছরের চেয়ে বেশি

গ.৩. অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ

সারণি ৮: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট প্রাক্কলন	জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক	
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০
১	২	৩	৪
ব্যাংকিং উৎস (ট্রেজারি বিল ও বন্ড)	১৬৭৫৫	-৫৩৭	-৫৬২২
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস (জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ)	৩২৭৭	৭২৭	২৭১৩
মোট	**২০০৩২**	**১৯০**	**-২৯০৯**

উৎস: অর্থবিভাগ

- ❑ সঞ্চয় পত্রের সুদের হার ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান সুদের হার অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণে ব্যাংক বহির্ভূত সূত্রে প্রাপ্তি বেশি হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং সূত্রে ঋণ গ্রহণ ঋণাত্মক হয়েছে

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ. ১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	সেপ্টেম্বর'০৮	জুন'০৯	সেপ্টেম্বর'০৯
১	২	৩	৪
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	২৩.৫	১৯.২	১৬.৯
অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৪.৬	১৬.০	১২.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ	২৬.৬	১৪.৬	১৩.৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ❑ সেপ্টেম্বর'০৮ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'০৯ মুদ্রা ও ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের ক্রমহ্রাসমান ধারা কমে এসেছে

ঘ.২. রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

সারণি ১০: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	সেপ্টেম্বর'০৮	জুন'০৯	সেপ্টেম্বর'০৯
১	২	৩	৪
নীট বৈদেশিক সম্পদ	১০.২	২৯.৬	৫৭.৬
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৭৪.৮	৩৪.৬	-১৭.২
রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৫	৩১.৫	২৪.৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ার কারণে সেপ্টেম্বর'০৮ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'০৯-এ নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ১৭.২ শতাংশ। ফলে সার্বিকভাবে রিজার্ভ মুদ্রা প্রবৃদ্ধির হার এসময়ে হ্রাস পেয়েছে।

ঘ.৩. কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

সারণি ১১: কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

খাত	জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক			
	২০০৮-০৯		২০০৯-১০	
	বিতরণ	প্রবৃদ্ধি (%)	বিতরণ	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫
কৃষি ঋণ	১৪৯৮	২৩.৫	১,৯১২	২৭.৭
মেয়াদি শিল্প ঋণ	৪,৯৫১	৩০.৮	৫৪০৩	৯.১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কৃষি ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে
- মেয়াদি শিল্প ঋণের প্রবৃদ্ধি ৯.১ শতাংশ

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

সারণি ১২: রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

খাত	জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক			
	২০০৮-০৯		২০০৯-১০	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫
রপ্তানি আয়	৪৩৮১	৪২.৪	৩৮৮০	-১১.৭
আমদানি ব্যয়	৬৩২৫	৩৪.৯	৫১২৫	-১৯.০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

- গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি ও আমদানির উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হয়েছে
- গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের উচ্চ ভিত্তি প্রভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাস ইত্যাদি কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই হ্রাস পেলেও অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে তা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়

৬.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১৩: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক			
	২০০৮-০৯		২০০৯-১০	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫
রেমিট্যান্স	২৩৩৭	৪৩.৫	২৭০৮	১৫.৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও প্রায় ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সন্তোষজনক

৬.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

খাত	৩০ সেপ্টেম্বর’০৮		৩০ সেপ্টেম্বর’০৯	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৫৮৬৩	৪৭.২	৯৩৬৩	৫৯.৭
আমদানি মাস হিসেবে	৩.০	-	৫.৩	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা দ্বারা ৫.৩ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা যাবে

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৫: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

	২০০৮-০৯			২০০৯-১০		
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর
মূল্যস্ফীতি (%)	১০.৮	১০.১	১০.২	৩.৫	৪.৭	৪.৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

- গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেলেও কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে

পরিশিষ্ট-২

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

২০০৯-১০ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১. রাজস্ব আয়

সারণি ১: রাজস্ব আয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট রাজস্ব	**৭৯৪৬১**	**১৬০৫৫**	**৩০৭৩৯**	**৩৫৫৫৩ (১৫.৭)**	**৪৪.৭**
কর রাজস্ব	৬৩৯৫৫	১৪৬৫২	২৩৬১৪	২৭৭১৭ (১৭.৪)	৪৩.৩
এনবিআর	৬১০০০	১৪০২৯	২২৪১৪	২৬৪৩৮ (১৮.০)	৪৩.৩
এনবিআর বহির্ভূত	২৯৫৫	৬২৩	১২০০	১২৭৯ (৬.৯)	৪৩.৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৫৫০৬	১৪০৩	৭১২৫	৭৮৩৬ (১০.০)	৫০.৫

উৎস: এনবিআর ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে রাজস্ব আয়েয় প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ
- এ সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৮.০ শতাংশ
- প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ঋণাত্মক হলেও প্রথম দুই প্রান্তিকে ৬.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে
- কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরেছে এবং বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ৫০.৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে
- বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪৪.৭ শতাংশ

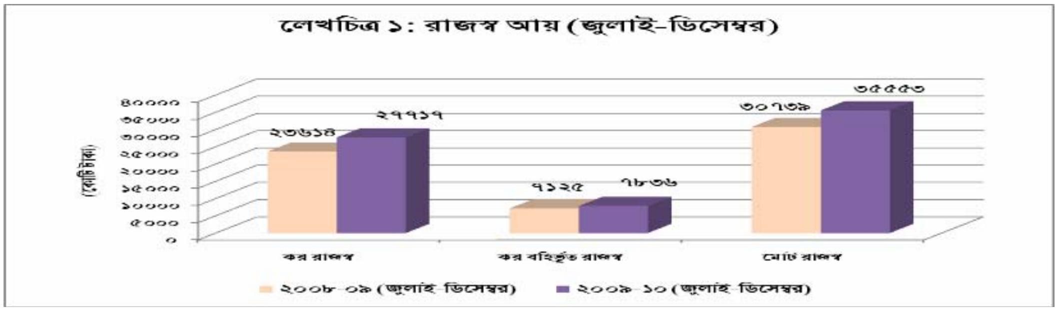

ক.২. এনবিআর কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আয়

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ লক্ষ্যমাত্রা	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	১০৪৩০	২২৪৩.৪	৪৩৩৮.৩	৪৫২৬.৩ (৪.৩)	৪৩.৪
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	১০২০০	২৩৯৬.৪	৪১৩৬.২	৪৫৩০.৮ (৯.৫)	৪৪.৪
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	১২৫৮৯	৩৩৬৮.৮	৪৭৮০.৬	৬১৩১.৩ (২৮.৩)	৪৮.৭
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়)	২৬০৬	৭৫১.০	১১১৪.৮	১৪৩৭.২ (২৮.৯)	৫৫.২
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	৭৮৭৯	১৮৬৯.৭	২৮৯৫.০	৩৫৫৮.৬ (২২.৯)	৪৫.২
আয়কর	১৬৫৬০	৩২৮৭.৭	৪৯২৩.৮	৬০৪০.৫ (২২.৭)	৩৬.৫
অন্যান্য কর	৭৩৬	১১২.১	২২৫.১	২১৩.০ (-৫.৪)	২৮.৯
মোট	**৬১০০০**	**১৪০২৯.১**	**২২৪১৩.৮**	**২৬৪৩৭.৭ (১৮.০)**	**৪৩.৩**

উৎস: এনবিআর। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় দ্বিতীয় প্রান্তিকে সার্বিকভাবে এনবিআর কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে
- ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৮ শতাংশ যা বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ৪৩.৩ শতাংশ
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়

লেখচিত্র ২: ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে খাত ভিত্তিক এনবিআর কর রাজস্ব আয়

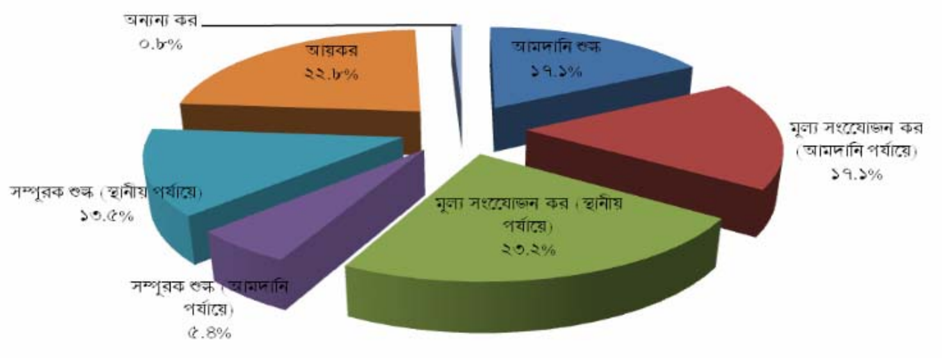

ক.৩. এনবিআর রাজস্ব আয়ের গতিধারা

সারণি ৩: গত ৫ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের ধারা

(শতকরা অংশ)

ক্রমিক	খাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আমদানি শুল্ক	২৩.০	২১.৯	২০.২	১৭.৮	১৭.৩
২	মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়)	১৭.৩	১৭.০	১৭.৯	১৭.৫	১৭.৩
৩	সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়)	৪.৬	৩.২	৩.৭	৪.৪	৫.৫
	মোট (আমদানি পর্যায়)	**৪৪.৯**	**৪২.১**	**৪১.৮**	**৩৯.৭**	**৪০.১**
৪	আবগারী শুল্ক	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.০
৫	মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)	১৯.০	২০.১	১৯.৩	২০.৯	২২.৬
৬	সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়)	১৩.৭	১৩.০	১২.৬	১১.৮	১৩.৪
৭	টার্ণ ওভার ট্যাক্স	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
	মোট (স্থানীয় পর্যায়)	**৩৩.৩**	**৩৩.৬**	**৩২.৪**	**৩৩.১**	**৩৬.০**
৮	আয়কর	**২১.১**	**২৩.৪**	**২৪.৭**	**২৬.৪**	**২৩.১**
৯	অন্যান্য শুল্ক					
১০	ভ্রমন কর	০.৮	০.৯	১.০	০.৮	০.৮
১১	আন্যান্য	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
	উপমোট	০.৮	০.৯	১.০	০.৮	০.৮
	মোট (প্রত্যক্ষ কর)	**২১.৮**	**২৪.৩**	**২৫.৭**	**২৭.২**	**২৩.৯**
	সর্বমোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

- আমদানি নির্ভর খাত থেকে রাজস্ব আয় ক্রমানুয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আয় মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে
- প্রত্যক্ষ করের অবদান তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও এখনও তা ২৫ শতাংশের মধ্যে রয়েছে
- আমদানি নির্ভর শুল্ক হ্রাসের প্রবণতার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট ও আয়কর হতে রাজস্ব আহরণের ওপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ভ্যাট ও আয়কর আইন সংস্কারসহ কর-নেট সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

লেখচিত্র ৩: এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ের গতিধারা

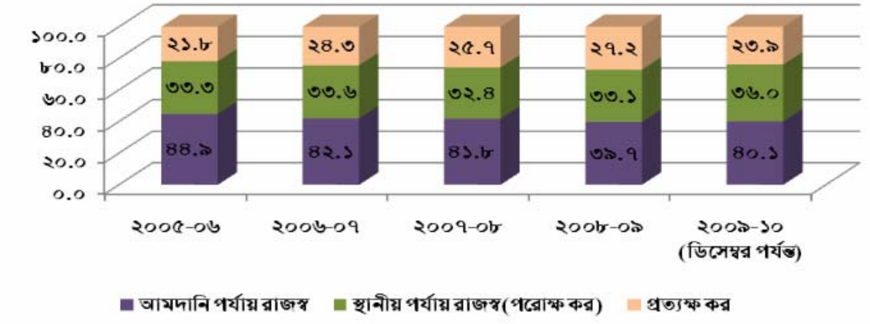

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১. সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ লক্ষ্যমাত্রা [% জিডিপি]	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
অনুন্নয়ন ব্যয়	৮৩৩১৯ [১২.১]	১২৫০৬	৩০৬৭৩	২৫৮০০ (-১৫.৯)	**৩১.০**
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৩০,৫০০ [৪.৫]	৫৬৮২	৬১৯৫	৮৮০৭ (৪২.২)	**২৯.০**
মোট	**১১৩৮১৯ [১৬.৬]**	**১৮১৮৮**	**৩৬৮৬৮**	**৩৪৬০৭ (-৬.১)**	**৩০.৪**

উৎস: আইএমইডি ও অর্থ বিভাগ। (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যয় মোট বরাদ্দের ৩০.৪ শতাংশ
  - অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের ৩১.০ শতাংশ
  - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দের ব্যয় ২৯.০ শতাংশ
- এ সময়ে অনুন্নয়ন ব্যয় হ্রাস পেলেও বার্ষিক কর্মসূচি ব্যয় ৪২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

লেখচিত্র ৪: সরকারি ব্যয় (জুলাই-ডিসেম্বর)

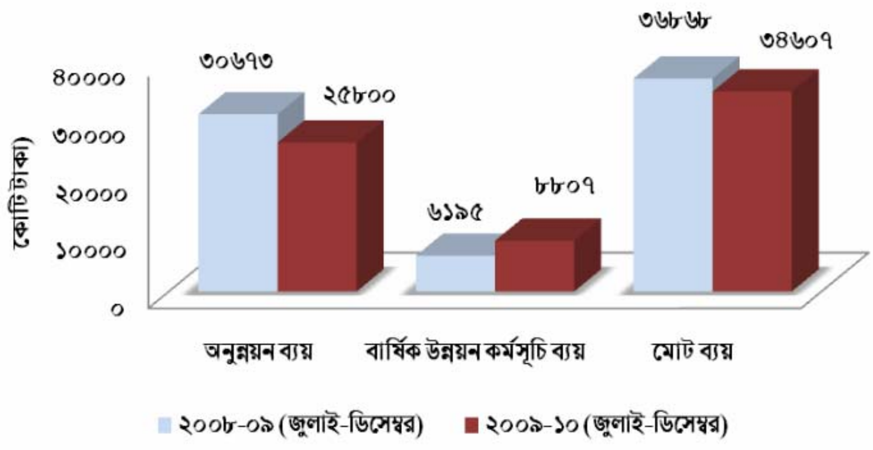

খ.২. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ (অক্টো.-ডিসে.)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসে.)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসে.)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬১১	১৩৩৪	২২২৭	২৮০০ (২৫.৭)	৪২.৪
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৩৯৫	১৪৫৬	৩০৮৪	৩৪০৩ (১০.৩)	৪৬.০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৯৮০	১৩২১	১৯৪২	২৩২০ (১৯.৫)	৩৩.২
কৃষি মন্ত্রণালয়	৫৯৬৫	৪৯৮	২৯০৯	১০৩৪ (-৬৪.৫)	১৭.৩
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪৮৩	২৫৫	২৪৪	২৮৩ (১৬.০)	১৯.১
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৭৯৩২	১৮১১	২১৬৭	৩০১৭ (৩৯.২)	৩৮.০
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১২৪৮	১৩৮	২৪৮	২২৭ (-৮.১)	১৮.২
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৭৩২	৩৮৪	৪৫	৫১৮ (১০৪১.৬)	৭০.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩৫৭৮	৩২৫	৯১৩	৬৭৮ (-২৫.৮)	১৮.৯
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৫২৯৭	৬৭৯	১০৩২	১২২৮ (১৮.৯)	২৩.২
মোটঃ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়	**৪৭২২১**	**৮২০১**	**১৪৮১১**	**১৫৫০৯ (৪.৭)**	**৩২.৮**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৪৮৫০১	৭২৭৯	১২৩৮৮	১২৪৮৪ (০.৮)	**২৫.৭**
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**৯৫৭২২**	**১৫৪৮০**	**২৭১৯৯**	**২৭৯৯৩ (২.৯)**	**২৯.২**
অন্যান্য ব্যয়	১৮০৯৭	২৭০৮	৯৬৬৯	৬৬১৪ (-৩১.৬)	৩৬.৫
সর্বমোট ব্যয়	**১১৩৮১৯**	**১৮১৮৮**	**৩৬৮৬৮**	**৩৪৬০৭ (-৬.১)**	**৩০.৪**

উৎস: অর্থ বিভাগ (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয় চলতি অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে বরাদ্দের ৩২.৮ শতাংশ ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে
- অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এ সময়ে ব্যয় করেছে বরাদ্দের ২৫.৭ শতাংশ
- জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট কর্মসূচি ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ২৯.২ শতাংশ
- জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট ব্যয় বাজেট বরাদ্দের ৩০.৪ শতাংশ
- চলতি অর্থবছরের বাজেটের প্রথম ছয় মাসে কর্মসূচি এবং কর্মসূচি বহির্ভূত অনুন্নয়ন বাজেটের কিছু খাতে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় খরচ কম হয়েছে। যেমন -
  - কৃষি ভর্তুকি, কর্মসংস্থান কর্মসূচি, সুদ পরিশোধ এবং খাদ্য সংগ্রহ
  - চলতি অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে বিপিসিকে ভর্তুকির বাবদ কোন অর্থ দেয়া হয়নি
- নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়নের বর্ধিত ব্যয় চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নেই

খ.৩. ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	এডিপি'র অংশ (%)	২০০৯-১০ (অক্টো.-ডিসে.)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসে.)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসে.)	বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৫১৩.৮ (১২৬)	২১.৪	১৫৭৫.৭	১৮০০.৪	২৫৭০.৬ (৪২.৮)	৩৯.৫
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৩৬৯৯.৩ (১২৫)	১২.১	৩২৫.৭	৩৮৮.৪	৫৯৭.৯ (৫৩.৯)	১৬.২
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩১৩৩.২ (৪২)	১০.৩	৩২৪.২	৯১১.০	৬৭৫.৯ (-২৫.৮)	২১.৬
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০৬৩.৮ (১৮)	১০.০	৬৫৬.৪	৬৩৬.৫	৮৭৬.১ (৩৭.৬)	২৮.৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৮২৮.৪ (৯)	৯.৩	৬১৬.৬	৬২২.২	১০৯৩.৩ (৭৫.৭)	৩৮.৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৪৭.৫ (৫৩)	৩.১	২৩৫.৫	৩২৪.৪	৩৮৬.৪ (১৯.১)	৪০.৮
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৯২.০ (৪৮)	২.৯	১৩৪.২	১২১.৮	১৫৭.৮ (২৯.৬)	১৭.৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬০.৭ (৪৯)	২.৮	১৬৯.০	২২৯.৫	৩২২.৯ (৪০.৭)	৩৭.৫
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৬৮৩.৯ (২৭)	২.২	৩৭৯.০	৩৮.৪	৫০৬.৩ (১২১৮.৫)	৭৪.০
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৪৪.৬ (১৪)	১.৮	১৩.৪	২৬.৫	২১.৪ (-১৯.২)	৩.৯
মোট	**২৩১৬৭.৩ (৫১১)**	**৭৬.০**	**৪৪২৯.৭**	**৫০৯৯.১**	**৭২০৮.৬ (৪১.৪)**	**৩১.১**
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৭৩৩২.৭ (৩৭৫)	২৪.০	১২৫২.৩	১০৯৫.৯	১৫৯৮.০ (৪৫.৮)	**২১.৮**
মোট	**৩০৫০০.০ (৮৮৬)**	**১০০.০**	**৫৬৮২.০**	**৬১৯৫.০**	**৮৮০৬.৬ (৪২.২)**	**২৮.৯**

উৎস: আইএমইডি (বন্ধনীতে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে)

- ❑ ডিসেম্বর'০৯ পর্যন্ত বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ৩১.১ শতাংশ
- ❑ এ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ২১.৮ শতাংশ
- ❑ সার্বিকভাবে ডিসেম্বর'০৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে এডিপি বরাদ্দের ২৮.৯ শতাংশ

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০: বাজেট (% জিডিপি)	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসে.)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসে.)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসে.)
১	২	৩	৪	৫
বাজেট ভারসাম্য	**-৩৪৩৫৮ (-৫.০)**	**-২১৩৩**	**-৬১২৯**	**৯৪৬**
অর্থায়ন	৩৪৩৫৮	২১৩৩	৬১২৯	-৯৪৬
বৈদেশিক (নীট)	১৩৮০৩ (২.০)	৫৩৩১	১১০১	৫১৬১
অভ্যন্তরীণ (নীট)	২০৫৫৫ (৩.০)	-৩১৯৮	৫০২৮	-৬১০৭
ব্যাংক	১৬৭৫৫ (২.৪)	-৫৪৮৬	৩৮১১	-১১১০৮
ব্যাংক বহির্ভূত	৩৮০০ (০.৬)	২২৮৮	১২১৭	৫০০১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

- চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে বাজেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি-
  - রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন
  - অনুন্নয়ন বাজেটের কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় শুরু না হওয়া যেমন - নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন
- সঞ্চয় পত্রের সুদের হার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বেশি হওয়ার কারণে নন-ব্যাংক সূত্রে প্রাপ্তি বেশি হওয়া এবং বৈদেশিক সূত্রে সাহায্য বেশি পাওয়ায় ব্যাংক সূত্রে ঋণ ঋণাত্মক হয়েছে
- ডিসেম্বর'০৯ শেষে সরকারের কাছে প্রায় ১২০০০ কোটি টাকা ক্যাশ ব্যালেন্স রয়েছে

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০: বাজেট	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪	৫
মোট	**১৩৮০৩**	**৫৩৩১**	**১১০১**	**৫১৬১**
প্রকল্প সাহায্য	১২৮৪৫	২২৪৯	২১২১	৩০১৬
বাজেট সাপোর্ট	৩৫০০	৪৫৪৩	১১৮২	৪৫৪৩
অন্যান্য	২০০০	০	০	০
ঋণ পরিশোধ	-৪৫৪২	-১৪৬১	-২২০২	-২৩৯৮

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ

- Public Expenditure Support Facility এবং Counter-cyclical Facility শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় এডিবি হতে নভেম্বর'০৯ মাসে ৬৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ায় চলতি প্রান্তিকে বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে

গ.৩. অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ

সারণি ৯: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ বাজেট	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং উৎস (ট্রেজারি বিল ও বন্ড)	১৬৭৫৫	-৫৪৮৬	৩৮১১	-১১১০৮
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস (জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ)	৩২৭৭	২২৮৮	১২১৭	৫০০১
মোট	**২০০৩২**	**-৩১৯৮**	**৫০২৮**	**-৬১০৭**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

- সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হতে ঋণ গ্রহণের হার বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১১ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকিং উৎস হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমেছে

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ১০: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	ডিসেম্বর'০৮	জুন'০৯	সেপ্টেম্বর'০৯	ডিসেম্বর'০৯
১	২	৩	৪	৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৭.৯	১৯.২	১৬.৯	২০.৭
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৯.৩	১৬.০	১২.৪	১৩.৭
বেসরকারি খাতে ঋণ	২১.৮	১৪.৬	১৩.৭	১৯.২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ হ্রাসের কারণে ডিসেম্বর'০৯ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে
- একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার ১৯.২ শতাংশ যা প্রথম প্রান্তিক শেষে ছিল ১৩.৭ শতাংশ

ঘ.২. রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান

সারণি ১১: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর প্রধান উপাদান
(মেয়াদ শেষে, বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	ডিসেম্বর'০৮	জুন'০৯	সেপ্টেম্বর'০৯	ডিসেম্বর'০৯
১	২	৩	৪	৫
নীট বৈদেশিক সম্পদ	৭.৩	২৯.৬	৫৭.৬	৮২.৩
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩২.০	৩৪.৬	-১৭.২	-৫৫.৭
রিজার্ভ মুদ্রা	১৭.৬	৩১.৫	২৪.৮	১৭.৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ডিসেম্বর ২০০৯ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮২.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- একই সময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রায় ৫৫.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে
- ডিসেম্বর ২০০৯ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার ১৭.৭ শতাংশ যা প্রথম প্রান্তিক শেষে ছিল ২৪.৮ শতাংশ
- রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় নীট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে
- আমদানি পরিস্থিতি বিশেষত মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি সম্প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়

ঘ.৩. কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

সারণি ১২: কৃষি ও শিল্প ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪	৫
কৃষি ঋণ	১৯১২	৩৬৮৬	৪২২৮	৫৫৯৮
প্রবৃদ্ধি (%)	**২৭.৭**	**৩৬.৫**	**৭.৭**	**৩২.৪**
মেয়াদি শিল্প ঋণ	৫৪০৩	৭২১২	৮৯৪১	১২৬১৫
প্রবৃদ্ধি (%)	**৯.১**	**৮০.৮**	**-৭.৫**	**৪১.১**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে কৃষি ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে
- গত অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মেয়াদি শিল্প ঋণের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও চলতি অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪১.১ শতাংশ

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

সারণি ১৩: রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

খাত	২০০৯-১০ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪	৫
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৩৮৮০	৩৩৯৪	৭৭৫৫	৭২৭৪
প্রবৃদ্ধি (%)	**-১১.৭**	**১.০**	**১৯.৪**	**-৬.২**
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৫১২৫	৬০৩৩	১১৮১১	১১১৫৮
প্রবৃদ্ধি (%)	**-১৯.০**	**৯.৯**	**২৩.০**	**-৫.৫**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-১১.৭ শতাংশ) হলেও দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়িয়েছে
- ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হলেও ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে এসময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ৩৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

৬.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১৪: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০০৯-১০ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২০০৯-১০ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০৯-১০ (জুলাই-ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪	৫
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	২৭০৮	২৮২৫	৪৫০৫	৫৫৩৩
প্রবৃদ্ধি (%)	**১৫.৯**	**৩০.৩**	**৩০.৯**	**২২.৮**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- বিগত অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী
- সার্বিকভাবে অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৩ শতাংশ

ঙ.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১৫: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ ডিসেম্বর'০৮	৩০ সেপ্টেম্বর'০৯	৩০ ডিসেম্বর'০৯	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	৫৭৮৮	৯৩৬৩	১০৩৪৫	৭৮.৭
আমদানি মাস হিসেবে	২.৯	৫.৩	৫.৭	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (৩০ ডিসেম্বর'০৮ এর তুলনায় ৩০ ডিসেম্বর'০৯-এর প্রবৃদ্ধি)

- চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে
- আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির হার সম্প্রতি কমে আসছে

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৬: মূল্যস্ফীতির গতিধারা
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

	২০০৮-০৯						২০০৯-১০					
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মূল্যস্ফীতি (%)	১০.৮	১০.১	১০.২	৭.৩	৬.১	৬.০	৩.৫	৪.৭	৪.৬	৬.৭	৭.২	৮.৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মুল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেলেও মূল্যস্ফীতির প্রবণতা উর্ধ্বমুখী
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ হার ছিল ৮.৪ শতাংশ
- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্য মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করতে পারে